এমপিওভুক্তি, পদোন্নতিসহ নানা দাবি

শিক্ষকরা রাস্তায়, পড়াশোনা শিকেয়

শিক্ষকদের আন্দোলন। ছবি: ফাইল

সাব্বির নেওয়াজ

প্রকাশ: ০১ ডিসেম্বর ২০২৫ | ০৬:৫৮ | আপডেট: ০১ ডিসেম্বর ২০২৫ | ০৬:৫৮

শিক্ষাবর্ষের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে বিভিন্ন দাবি আদায়ে রাজপথে নেমেছেন সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা। এতে দেশের বেশ কিছু স্থানে চলমান ও আজ সোমবার শুরু হতে যাওয়া বার্ষিক পরীক্ষা ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এ নিয়ে শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন।

গতকাল রোববারও ভিন্ন ভিন্ন দাবিতে রাজধানীসহ বিভিন্ন জেলা সদরে অবস্থান কর্মসূচি, মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষকরা। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা তিন দফা দাবিতে ২৭ নভেম্বর থেকে কর্মবিরতি

চালিয়ে যাচ্ছেন। এসব বিদ্যালয়ে আজ সোমবার থেকে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। শিক্ষকদের একাংশ পরীক্ষা বর্জনের ডাক দিয়েছে। অন্যপক্ষ অবশ্য বার্ষিক পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষাও ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষকরা চার দফা দাবিতে বার্ষিক পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন। সরকারি কলেজে কর্মরত বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ২৬ থেকে ৩১তম বিসিএস ব্যাচের পাঁচ শতাধিক কর্মকর্তা আন্দোলনে নেমেছেন। গতকাল তারা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) সামনে দিনভর অবস্থান কর্মসূচি ও সমাবেশ করেন। অবিলম্বে পদোন্নতি না দিলে শিগগিরই কঠোর আন্দোলনের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

আন্দোলনে রয়েছেন বেসরকারি শিক্ষকরাও। এমপিওভুক্তির দাবিতে সম্প্রতি দীর্ঘ সময় রাজপথে অবস্থান করছেন নন-এমপিও শিক্ষকরা। একই দাবিতে মাঠে সরব ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকরা।

একাধিক শিক্ষক নেতা সমকালের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, শিক্ষাবর্ষের শেষ সময়ে আন্দোলনে যেতে তারা চাননি। তবে দীর্ঘদিনের আন্দোলনেও কোনো আশ্বাস না পাওয়ায় বাধ্য হয়েই তারা রাজপথে নেমেছেন।

এদিকে অভিভাবকরা শিশুদের বার্ষিক পরীক্ষা ও পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীতকরণ প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তারা দ্রুত আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছানোর জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা রোববার সমকালকে জানান, শিক্ষকদের দাবিগুলো পর্যালোচনা করে দ্রুত সমাধান খোঁজা হবে। শিক্ষকদের দাবি অনুযায়ী দশম গ্রেডে বেতন দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ১১তম গ্রেডে বেতন দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চলছে। পাঠদানে বিঘ্ন সৃষ্টি না করার জন্য তিনি শিক্ষকদের প্রতি অনুরোধ জানান।

চলতি বছরের শুরু থেকেই নানা দাবি নিয়ে রাস্তায় বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক। জাতীয় প্রেস ক্লাব, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও শাহবাগে প্রায় দুই মাস ধরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন তারা। এ ছাড়া দাবি আদায়ে সচিবালয় ও প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন ঘেরাওয়ের মতো কর্মসূচিতে পুলিশের হামলার শিকারও হয়েছেন শিক্ষকরা। একই সঙ্গে শিক্ষকদের এত দাবি মেনে নেওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন শিক্ষা উপদেষ্টা সি আর আবরার।

সরকারি মাধ্যমিকে কর্মবিরতি, বন্ধ বার্ষিক পরীক্ষা

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রবেশপদ সহকারী শিক্ষক বিসিএস ক্যাডারভুক্তিসহ চার দফা দাবিতে আজ সোমবার থেকে পূর্ণ দিবস কর্মবিরতিতে যাচ্ছেন শিক্ষকরা। তারা চলমান বার্ষিক পরীক্ষাও বন্ধ রাখবেন। এসব বিদ্যালয়ে ২৪ নভেম্বর থেকে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির নেতা ওমর ফারুক সমকালকে বলেন, সরকার যদি তাদের দাবি পূরণ করে তাহলে সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্র ও শনিবার অবশিষ্ট পরীক্ষাগুলো নেবেন। ডিসেম্বরের মধ্যে ফল প্রকাশ করবেন। দাবি পূরণ না হলে কর্মবিরতি চলবে।

চারটি দাবি হলো– সহকারী শিক্ষক পদকে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারভুক্ত করে গেজেট প্রকাশ; বিদ্যালয় ও পরিদর্শন শাখায় কর্মরত শিক্ষকদের বিভিন্ন শূন্য পদে নিয়োগ-পদোন্নতি-পদায়ন দ্রুত কার্যকর করা; সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আলোকে বকেয়া টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেডের মঞ্জুরি আদেশ দেওয়া এবং ২০১৫ সালের আগের মতো সহকারী শিক্ষকদের ২ থেকে ৩টি ইনক্রিমেন্টসহ অগ্রিম বর্ধিত বেতন-সুবিধা বহাল করে গেজেট প্রকাশ করা।

বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে সরকারি প্রাথমিকে বিভক্তি

দেশের ৬৫ হাজার ৫৬৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আজ সোমবার শুরু হচ্ছে বার্ষিক পরীক্ষা। দশম গ্রেডের দাবিতে আন্দোলনে থাকা সহকারী শিক্ষকদের বেতন ‘আপাতত’ ১১তম গ্রেড দেওয়াসহ তিন দফা দাবিতে কর্মবিরতি পালন করছে শিক্ষকদের একাংশ।

প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের অন্যতম আহ্বায়ক খায়রুন নাহার লিপি সমকালকে বলেন, রোববারের (গতকাল) মধ্যে দাবি পূরণের ব্যবস্থা না করা হলে সোমবার (আজ) শুরু হওয়া বার্ষিক পরীক্ষা বর্জন করবেন তারা। সংগঠনের আরেক আহ্বায়ক শামছুদ্দিন মাসুদ বলেন, পরীক্ষা বর্জন ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো পথ নেই।

প্রাথমিক শিক্ষকদের তিন দাবি– সহকারী শিক্ষকদের ১০ম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ, ১০ বছর ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড জটিলতা নিরসন এবং প্রধান শিক্ষক পদে শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতি।

তবে বার্ষিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য গতকাল নির্দেশ দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। অনিয়ম করলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

অবশ্য প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকদের আরেকাংশ সহকারী শিক্ষক সংগঠন ঐক্য পরিষদ বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়ার পক্ষে। বেতন ১১তম গ্রেড করাসহ তিন দাবি আদায়ে তারা আগামী ১১ ডিসেম্বর থেকে অনশন কর্মসূচি শুরুর ঘোষণা দিয়েছেন। তবে অপর অংশের দাবি ও কর্মসূচির প্রতি তাদের নৈতিক সমর্থন রয়েছে।

পদোন্নতি বঞ্চনায় শিক্ষা ক্যাডারে ক্ষোভ

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতিযোগ্য বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা ৮-১৩ বছর পর্যন্ত বঞ্চিত ও চরম বৈষম্যের শিকার। এই বৈষম্যের অবসান দাবিতে ২৬ থেকে ৩১ ব্যাচ পর্যন্ত কর্মকর্তারা গতকাল মাউশির সামনে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন।

জানা গেছে, সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক- এই গুরুত্বপূর্ণ স্তরে ২৬ থেকে ৩১তম বিসিএস ব্যাচের পাঁচ শতাধিক কর্মকর্তা বছরের পর বছর পদোন্নতিবঞ্চিত। গতকাল সমাবেশে বক্তারা বলেন, শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা বৈষম্যের শিকার। ৮-১৩ বছর একই পদে আটকে থাকা অমানবিক, অন্যায় ও বৈষম্যমূলক। পদোন্নতি না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তারা।

আন্দোলনে আরও তিন শ্রেণির শিক্ষক

দেশের সব স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ননএমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একযোগে এমপিওভুক্তির দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে তৃতীয়বারের মতো শিক্ষক-কর্মচারীদের লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি চলছে। গতকাল এ কর্মসূচির ২৯তম দিন পার হয়েছে। সম্মিলিত নন-এমপিও ঐক্য পরিষদ এ কর্মসূচির ডাক দেয়। পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক প্রিন্সিপাল মো. সেলিম মিয়া দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে সমকালকে জানান।

দেশে ২৬ হাজারের বেশি নন-এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা রয়েছে। সব স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণের দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট করছেন শিক্ষকরা। এমপিওভুক্তির দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান নিয়েছেন প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও।